❖ Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# কুরআন-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিজা তাসনিম

রোলঃ 216020892


২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## কুরআন-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিজা তাসনিম

রোলঃ 216020892

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআর-হাদিসের আলোকে ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিজা তাসনিম, আইডিঃ 216020892 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

**তানিজা তাসনিম**

আইডিঃ 216020892

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

<u>সূচিপত্র</u>


ভূমিকা: ........................................ 6

ইতিকাফ পরিচিতি: ........................................ 7

ইতিকাফের প্রকার: ........................................ 8

ইতিকাফের শর্ত: ........................................ 9

যেসব কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়: ........................................ 11

ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়: ........................................ 13

ইতিকাফের অবস্থান কীরুপ হবে? ........................................ 15

মহিলাদের ইতিকাফ: ........................................ 16

ই'তিকাফের হিকমাত এবং ফায়দা: ........................................ 19

ই'তিকাফকারীর জন্য উত্তম কাজসমূহ: ........................................ 22

ই'তিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহ: ........................................ 23

ইতিকাফের আদবসমূহ: ........................................ 23

ই'তিকাফের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী: ........................................ 24

ই'তিকাফের মুস্তাহাবসমূহ: ........................................ 25

ই'তিকাফে অনুমোদিত বিষয়সমূহ: ........................................ 27

ই'তিকাফকারীর সংক্ষিপ্ত আমলসূচী: ........................................ 29

ই‘তিকাফকারীর শিষ্টাচার : ........................................ 32

ইতিকাফের প্রস্তুতি ........................................ 33

কয়েকটি মাসআলা: ........................................ 35

শেষ কথা: ........................................ 37

# ভূমিকা:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল ইতিকাফ। দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থানের এই যে বিধান- নিঃসন্দেহে তা বান্দার প্রতি রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় ইহসান। বান্দার উচিত এই মহান বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আবেগ ও মহব্বতের সাথে এই আমলের প্রতি উৎসাহী হওয়া।

দুনিয়ার জীবন ব্যস্ততাবহুল। জীবনের সকল অনুষঙ্গই এমন, যা মানুষের ধ্যান ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বপ্ন, কর্ম, লক্ষ্য ইত্যাদি বহু বিষয় মানুষকে শতধা-বিক্ষিপ্ত করে রাখে। তাই সহজেই সুযোগ হয় না পরকালীন জীবন নিয়ে ভাবার; কিংবা একান্ত মনোযোগের সাথে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার। ইতিকাফ সেই সুযোগকেই অবারিত করে। বান্দাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হতে সাহায্য করে।

ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىِٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। - সূরা বাকারা, ১২৫

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল। তাছাড়া এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফের মান্নত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী তাকে সেই মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৩

## ইতিকাফ পরিচিতি:

'ইতিকাফ' শব্দটি আরবি, যার অর্থ অবস্থান করা, আবদ্ধ করা অথবা আবদ্ধ রাখা। ইসলামি পরিভাষায় ইতিকাফ হলো ইবাদতের উদ্দেশ্যে ইতিকাফের নিয়তে নিজেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবদ্ধ রাখা। যিনি ইতিকাফ করেন, তাকে 'মুতাকিফ' বলে।

ইতিকাফ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইবাদাত। ইতিকাফের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়। রমজানের শেষ দশক তথা ২০ রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদের চাঁদ তথা শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়া বা ৩০ রমজান পূর্ণ হয়ে ওই দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত (৯ দিন বা ১০ দিন) ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ। কোনো মসজিদে মহল্লার কয়েকজন বা কোনো একজন আদায় করলে সবাই দায়মুক্ত হবে। আর কেউই যদি আদায় না করে, তাহলে সবাই দায়ী থাকবে। তবে আদায়ের ক্ষেত্রে যিনি বা যাঁরা আদায় করবেন, শুধু তিনি বা তাঁরাই অধিক সওয়াবের ভাগিদার হবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

وَ اِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَیۡتَ مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ وَ اَمۡنًا ؕ وَ اتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰہٖمَ مُصَلًّی ؕ وَ عَہِدۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰہٖمَ وَ اِسۡمٰعِیۡلَ اَنۡ طَہِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَ الۡعٰکِفِیۡنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ

অর্থাৎ আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) ‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর’। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ‘ইতিকাফকারী ও রুকূকারী - সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর’।— [সূরা বাকারা: ১২৫]

## ইতিকাফের প্রকার:

ইতিকাফ হলো দুনিয়াবি সকল প্রকার বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মসজিদে অবস্থান করা। ইতিকাফ তিন প্রকার। যথা : ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব।

(ক) ওয়াজিব ইতিকাফ :

ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে ওয়াজিব ই‘তিকাফ হলো মানতের ই‘তিকাফ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘‘তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে।’’ (সূরা হাজ্জ : ২৯)

(খ) সুন্নাত ইতিকাফ :

রমযানের শেষ ১০ দিনের ই‘তিকাফ। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।' (বুখারী : ২০২৫; মুসলিম : ১১৭২)

(গ) মুস্তাহাব ই'তিকাফ :

উল্লেখিত দু'প্রকার ব্যতীত বাকী সব মুস্তাহাব ইতেকাফ।

## ইতিকাফের শর্ত:

উল্লেখি ইতিকাফের শর্ত ২ টি। যথা:

১. নিয়ত করা।

২. মসজিদে অবস্থান করা।

**(১) নিয়ত করা:**

রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের হাদিস দ্বারা আমরা জানতে পারি" প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" (বুখারি: ০১)

— সাধারণভাবে একজন মানুষ তার মনের মধ্যে কোনোরকম নিয়ত না রেখে'ই তার খাওয়া, ঘুম, কাজ এমনকি গোটা জীবন চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের করা প্রতিটা কাজই হতে হবে মহান আল্লহ্

সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিয়তের গুরুত্ব এতোই বেশি যে, একজন ব্যক্তির কাজের ফলাফলের পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও কার্য দ্বারা বিচার করা হয়।

**(২) মসজিদে অবস্তান করা:**

ইতিকাফ এর অর্থ'ই হলো অবস্থান করা কিংবা আবদ্ধ করা। তাই ইতিকাফ করার জন্য মসজিদে অবস্থান করা আবশ্যক। (নারীরা ঘরে আলাদা রুমে'ও ইতিকাফে বসতে পারবেন)

ইতিকাফের শর্ত পূরণের জন্য আবশ্যকীয় হলো:

ক. মুসলমান হওয়া।

খ. জ্ঞান থাকা।

গ. বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা, গোসল ফরয হলে গোসল করে নেয়া।

ঘ. মসজিদে ই'তিকাফ করা।

**(ক) মুসলমান হওয়া:**

ইতিকাফে বসার জন্য অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। মুসলমান ব্যাতীত অন্য ধর্মের কেউ ইতিকাফে বসতে পারবে না।

**(খ) জ্ঞান থাকা:**

ইতিকাফ সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ উক্ত সম্পর্কিত জ্ঞান না থাকলে মানুষ ইতিকাফের নিয়ম-কানুন, গুরুত্ব-ফজিলত, হুকুম- আহকাম সম্পর্কে অবগত হতে পারবে না। এতে তার ইতিকাফে ত্রুটি দেখা দিবে।

**(গ) বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা:**

ইতিকাফ করতে হবে পবিত্র অবস্থায়। সুতরাং বড় নাপাকি থেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, এজন্য ফরজ গোসল করে পবিত্রতা অর্জন জরুরি। নয়তো ইতিকাফের শর্ত পূরণ হবে না।

**(ঘ) মসজিদে ই'তিকাফ করা:**

মসজিদ হলো ইবাদতের স্থান। ইতিকাফ অর্থ অবস্থান করা, আবদ্ধ করা। ইতিকাফ হলো দুনিয়াবি সকল প্রকার বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মসজিদে অবস্থান করা। ইতিকাফের শর্ত পূরণ হওয়ার জন্য মসজিদে অবস্থান করা আবশ্যক।

## যেসব কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়:

ইতিকাফ যে সকল কারণে ভঙ্গ হয়ে যায় তা হলো:

১. বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বের হলে।

২. কোন শিরক বা কুফরী কাজ করলে।

৩. পাগল বা বেঁহুশ হয়ে গেলে।

৪. নারীদের হায়েয-নিফাস শুরু হয়ে গেলে।

৫. স্ত্রীসহবাস বা যে কোন প্রকার যৌনসম্ভোগ করলে।

(১) স্বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বের হলে:

ইতিকাফে বসলে মসজিদে অবস্থান করা আবশ্যক। মসজিদ থেকে বের হলেও মানবিক প্রয়োজনে (যেমন: মল-মুত্র ত্যাগ,ওযু, ফরয গোসল) বের হওয়া যায়। কিন্তু বিনা কারণে ঘুরতে, হাটতে কিংবা হাওয়া খেতে প্রভৃতি এমনসব কারণে বের হওয়া যাবেনা; বের হলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

(২) কোনো শিরক বা কুফরি কাজ করলে:

ইতিকাফে বসার জন্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক। রমাদ্বনের শেষ দশকে ইতিকাফে রবের ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাতে হবে। এমনতাবস্তায় যদি কেউ শিরক কিংবা কুফরে লিপ্ত হয়, তাহলে সে রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

(৩) পাগল বা বেহুশ হওয়া:

পাগল ব্যক্তি সাধারণত মানসিক ভারসাম্যহীন হয়, এবং বেহুশ ব্যক্তির কোনো হুশ থাকেনা। এমন অবস্তায় সে আল্লহ্'র ইবাদত-বন্দেগি করতে পারবেনা। সুতরাং ইতিকাফে থাকা অবস্তায় কেউ পাগল কিংবা বেহুশ হয়ে গেলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

(৪) নারীদের হায়েজ-নিফাস শুরু হলে:

উপরোক্ত লিখিত ইতিকাফের শর্তে বলা হয়েছে- ইতেকাফে বসার জন্য বড় নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জন জরুরি। নাহলে ইতিকাফের ভঙ্গ হবে।

(৫) স্ত্রীসহবাস বা যে কোন প্রকার যৌনসম্ভোগ করলে:

ইতিকাফ হলো রবের সাথে কাটানো মূহুর্ত। এমন অবস্থায় ইবাদত-আমলে মশগুল থাকতে হবে। নয়তো ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

## ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়:

ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়ের ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমাদের মাযহাব।

ইমাম নববী আল মাজমূ (৬/৫১৪) গ্রন্থে বলেছেন:

"আর ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম দৃঢ়তার সাথে যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটাই সঠিক মত। তা হচ্ছে- ইতিকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শর্ত। সেটা বেশি সময়ের জন্য হতে পারে, কম সময়ের জন্যেও হতে পারে। ইতিকাফ সামান্য সময় বা এক মুহূর্তের জন্যেও হতে পারে।"

এ মতের পক্ষে তাঁরা কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন :

১. ইতিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অবস্থান করা। এটি দীর্ঘ সময়ের জন্যেও হতে পারে, অল্প সময়ের জন্যেও হতে পারে। শরিয়তের এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যা নির্দিষ্ট কোন সময়সীমার মধ্যে ইতিকাফকে সীমাবদ্ধ করে দিবে।

ইবনে হাযম বলেছেন:

"আরবী ভাষায় ইতিকাফ শব্দের অর্থ-অবস্থান করা। তাই আল্লাহর মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোন অবস্থানই হল ইতিকাফ। সেটা কম সময়ের জন্যে হোক অথবা বেশি সময়ের জন্যে হোক। যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি" সমাপ্ত। [আল-মুহাল্লা (৫/১৭৯)]

২. ইবনে আবু শাইবাহ ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: "আমি মসজিদে অল্প কিছু সময় অবস্থান করলেও সেটা আমি ইতিকাফের নিয়্যতে অবস্থান করি।" ইবনে হাযম 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৫/১৭৯) এই রেওয়ায়েত দিয়ে দলীল পেশ করেছেন এবং হাফেজ ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু কোন মন্তব্য করেননি। রেওয়ায়েতটিতে الساعة (ঘন্টা) দ্বারা বর্তমান পরিভাষায় যা বুঝি ৬০ মিনিট সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- কিছু সময়।

কিছু কিছু আলেমের মতে ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় একদিন। ইমাম আবু হানিফা থেকে ও মালেকি মাযহাবের কোন কোন আলেম থেকে এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

শাইখ ইবনে বায 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১৫/৪৪১) বলেছেন: "ইতিকাফ হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা, সময় কম হোক অথবা বেশি হোক। কারণ আমার জানা মতে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা একদিন, দুইদিন বা এর চেয়ে বেশী দিনের জন্য ইতিকাফ করাকে নির্দিষ্ট করবে। ইতিকাফ শরিয়তসম্মত ইবাদত। তবে কেউ যদি মান্নত করে তখন মান্নতের কারণে তার উপর ইতিকাফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইতিকাফের বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।"

## ইতিকাফের অবস্থান কীরুপ হবে?

পুরুষদেরকে মসজিদে ইতিকাফ করতে হয় এবং নারীরা নির্দিষ্ট ঘরে কিংবা নির্ধারিত কক্ষে ইতিকাফ করবেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ওই ঘর বা কক্ষ থেকে বের হবেন না। তবে দরকার হলে ওই কক্ষের ভেতর থেকে বাইরের কাউকে ডাকতে পারবেন এবং কেউ ভেতরে এলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন। ইতিকাফ কক্ষটি যদি শয়নকক্ষ হয় এবং একই কক্ষে বা একই বিছানায় অন্য যে কেউ অবস্থান করেন, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। ইতিকাফের সময় ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকবেন। (মাজমুআ ফাতাওয়া ও ফাতাওয়া হিন্দিয়া)।

আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘আর তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ো না, যখন তোমরা ইতিকাফরত থাকবে মসজিদে (নির্দিষ্ট স্থানে)। (সুরা-২ [৮৭] আল বাকারা (মাদানি), রুকু: ২৩/৭, আয়াত: ১৮৭, মঞ্জিল: ১, পারা: ২ সাইয়াকুল, পৃষ্ঠা: ২৯/৭)।

## মহিলাদের ইতিকাফ:

অবস্থায় হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ«ِ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আম্মাজান হযরত আয়শা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন।— [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২০৩৬,সহীহ মুসলিম-১১৭২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ» فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,রমযানের শেষ দশকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন। আমি তাবু তৈরী করে দিতাম। তিনি ফজরের সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী সহধর্মিণী) হাফসা (রাঃ) তাঁবু

খাটাবার জন্য ‘আয়িশা (রাঃ) এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলে হাফসা (রাঃ) তাবুঁ খাটালেন। (নবী সহধর্মীণী) যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে আরেকটি তাবু তৈরি করলেন। সকালে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুঁগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এগুলো কি? তাকে জানানো হলে তিনি বললেনঃ তোমরা কি মনে কর এগুলো দিয়ে নেকি হাসিল হবে? এ মাসে তিনি ইতকিাফ ত্যাগ করলেন এবং পরে শাওয়াল মাসে ১০ দিন (কাযা স্বরুপ) ইতিকাফ করেন।— [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২০৩৩, ইফাবা, হাদীস নং-১৯০৫]

মহিলারা ঘরের মসজিদে (নামাজ পড়ার স্থানে) বা একটি জায়গাকে নির্দিষ্ট করে ই'তিকাফে বসবে। তবে সাবধান! পরবর্তীতে আর স্থান পরিবর্তন করা যাবে না। মহিলাদের জন্য শর্ত হলো, হায়েয নেফাস থেকে পবিত্র থাকা। ই'তিকাফের মধ্যখানে যদি হায়েয চলে আসে, তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তখন তো উনি আর রোযা রাখতে পারবেন না। পরবর্তীতে কমপক্ষে একদিন রোযাসহ ই'তিকাফকে কাযা করে নেবেন। সম্ভব হলে অবশিষ্ট সকল দিনের ই'তিকাফকে রোযাসহ কাযা করে নিতেও পারেন।

স্বাভাবত মানুষের যে সমস্ত প্রয়োজন থাকে সেসব প্রয়োজনের স্বার্থে তিনি ইতিকাফ থেকে বের হতে পারবেন। প্রস্রাব পায়খানা,ওজু ফরয গোসল ইত্যাদির জন্য। তবে শীতিলতা অর্জনের নিমিত্তে উনি গোসলে যেতে পারবেন না। খানা পাকানোর জন্য উনি পাকঘরে

যেতে পারবেন না। তবে প্রয়োজনে তিনি ই'তিকাফ স্থলে খানাকে রান্না করে নিতে পারবেন।(ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ-১০/২৫১)

মহিলারা ঘরের নামাজ পড়ার স্থানে বা ঘরের একটি জায়গাকে নির্দিষ্ট করে ই'তিকাফে বসবেন।

এটি হাদীস দ্বারা প্রমানিত। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর স্ত্রীগন এভাবেই ঘরে ইতিকাফ করতেন। এক্ষেত্রে মহিলাগন ইতিকাফ করতে চাইলে ঘরের নামাজ পড়ার স্থানে বা অন্য কোনো ঘরে প্রবেশ কালে ইতেকাফের নিয়ত করবে। ঐ স্থান থেকেই যে কাজ গুলি করা যায়,সেগুলো করতে পারবে। ঐ স্থান কোনোভাবেই ত্যাগ করা যাবেনা। শুধু মাত্র পায়খানা পেশাব করার জন্য বাহিরে (টয়লেটে) যেতে পারবে। দৈনন্দিনের গোসলের জন্য যেতে পারবেনা। যদি গোসল করে,তাহলে এক্ষেত্রে ইস্তেঞ্জা (পেশাব/পায়খানা) করার জন্য বের হওয়ার সময় গোসলের কাপড় ইত্যাদি নিয়ে এক বারে বের হবে,যাতে আবার সেই স্থানে আসতে না হয়। দ্রুত ইস্তেঞ্জা গোসল করে চলে আসবে। উক্ত স্থান থেকে বাহিরে গিয়ে কাহারো সাথে কোনো কথা বলবেনা। উক্ত স্থানে থেকেও অহেতুক কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। সর্বদায় কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার,নামাজ ইত্যাদিতে মগ্ন থাকবে।

## ই'তিকাফের হিকমাত এবং ফায়দা:

মূলত শরী'অতের মৌলিক বিধান হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ই'তিকাফের যে পরিমাণ হেকমত ও ফায়দা রয়েছে তন্মধ্য থেকে এখানে সংক্ষেপে কিছু হেকমত ও ফায়দা উল্লেখ করা হল।

(১) ই'তিকাফ যদি এমন নিরব স্থানে বসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হত, যেখানে পাখির ডানার ঝাপটানীর আওয়াজও পৌছে না অর্থাৎ একেবারে নিরব গহী কোণে বসতে বলা হত, তা হলে একাগ্রতা বেশি পাওয়া যেতো; কিন্তু এমন একাগ্রতার দ্বারা কি লাভ, যে একাগ্রতার কারণে মানুষ মানুষের সীমা থেকে বের হয়ে বন জঙ্গলের প্রাণী কূলের মাঝে শামীল হয়ে যায় এবং মন্দ সংস্পর্শ থেকে বাঁচতে গিয়ে ভালো মানুষের সংস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা ই'তিকাফের জন্য মসজিদ নির্ধারণ করেছেন। কেননা অসৎ ও মন্দ স্বভাবের মানুষ যাদের সংস্পর্শ ক্ষতিকর হয়ে থাকে তারা মসজিদে আসবে না। সর্বদা নামাযী, মুত্তাকী, পরহেজগার ও তাহাজ্জুদগোজার লোকদের সাথেই দেখা-সাক্ষাত ঘটবে, তাদের সাথে উঠাবসা ও সম্পর্ক হতে থাকবে। যাদের সংস্পর্শ সীমাহীন উপকারী এবং লাভজনক। সুতরাং এ কারণে ই'তিকাফ করার জন্য এমন মসজিদের হুকুম করা হয়েছে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় হয়। জনমানবহীন ও কোলাহল মুক্ত মরুভূমির মসজিদে ই'তিকাফ করলে, যেখানে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। না জামাতে নামায আদায় করতে পারবে, না কোনো নেক ও সৎ মানুষের সংসর্গ লাভ হবে।

(২) ই'তিকাফের মাঝে মানুষের একাগ্রতা অর্জিত হয়। হৃদয় দুনিয়াবী চিন্তামুক্ত থাকে। মানুষের মনোযোগকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূর করে দেয় এমন বিষয়াদী একাকিত্বে থাকলে ধীরে ধীরে সব দূর হয়ে যায় এবং হৃদয় পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াবী কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হয়ে যায় এবং তার মাঝে ইবাদতের আলো ও বরকতসমূহ অর্জন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(৩) মানুষের সাথে উঠা-বসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝে লিপ্ততার কারণে সাধারণত ছোট খাট যে সব পাপ হয়ে থাকে ই'তিকাফ করার কারণে তা থেকেও বেঁচে থাকা যায়।

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত নিকটবর্তী হই। আর যে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে আপন করে নেই।" ই'তিকাফকারী বাড়ীঘর ছেড়ে কেবল নিকটবর্তী-ই হয় নি বরং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন তুমি ভেবে দেখো! আল্লাহ তা'আলা তাকে কত আপন করে নিবেন এবং তার উপর কত অধিক পরিমাণ দয়া করবেন।

(৫) ভদ্রজন বাড়ীতে আগত মেহমানদের যথাসাধ্য সম্মান ও মেহমানদারী করে থাকেন। তা হলে যিনি সকল সম্মানদানকারীদের সম্মানদাতা, নিজ ঘরে আগত মেহমানদের কেমন ইজ্জত-সম্মান ও মেহমানদারি করবেন।

(৬) শয়তান মানব জাতীর চির শত্রু; কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার ঘরে অবস্থান করে তখন সে যেন সে সুদৃঢ় দূর্গের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে শয়তান তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

(৭) ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও উপাসনায় মনোনিবেশ করে থাকেন। মুমিন বান্দাও ই'তিকাফে বসে সবসময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে থাকেন এবং ফেরেশতাদের সামঞ্জস্যতা অর্জন করেন। ফেরেশতা যেমন আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটের, এ বান্দাহও আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটে পৌঁছে যায়।

৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযের সাওয়াব পেতে থাকে। ই'তিকাফে এই সাওয়াবও পাওয়া যায়।

(৯) যতক্ষণ মানুষ ই'তিকাফে অবস্থান করতে থাকে তার সাওয়াব মিলতে থাকে। চাই সে চুপচাপ বসে থাকুক কিংবা অন্য কোনো আমলে লিপ্ত থাকুক।

(১০) ই'তিকাফকারী প্রতি মিনিটেই ইবাদতকারী। শবে কদরের মর্যাদা ও সাওয়াব হাছিল করার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর নেই। কেননা যখনই শবে কদর হবে, ই'তিকাফকারী তখন ইবাদতের মাঝেই থাকবে।

## ই'তিকাফকারীর জন্য উত্তম কাজসমূহ:

ই'তিকাফ অবস্থায় একেবারে চুপচাপ বসে থাকা মাকরূহে তাহরীমি। হ্যাঁ খারাপ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা, মিথ্যা বলা, ও গীবত তথা পরচর্চা করা থেকে বিরত থাকবে না। বরং কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কিংবা দীনী ইলম শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়ার মাঝে, অথবা অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে আপন সময় ব্যয় করবে। সর্বোপরি, চুপ থাকা কোনো ইবাদত নয়। (বেহেশতী জেওর: ১১/১১০, শরহুল বেদায়া: ১/১২১)

উত্তম বিষয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা:

১. কুরআন শরীফ তিলওয়াত করা।

২. দরূদ শরীফ, ইস্তেগফার ও তাসবীহাতে লিপ্ত থাকা।

৩. উত্তম কথা বলা, এগুলো শিক্ষা করা এবং শেখানো। ধর্মীয় পুস্তিকাদি অধ্যয়ন করা, নিজে শুনা ও অপরকে শুনানো।

৪. ওয়ায-নসীহত করা।

৫. জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা।

ই'তিকাফে সুনির্দিষ্ট কোনো ইবাদাত করা শর্ত নয়। নামায, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়া এবং পড়ানো অথবা আল্লাহতা'আলার যিকির করা। সর্বোপরি যে কোনো ইবাদাত করতে মন চায় তা করতে থাকা।

## ই'তিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহ:

১. একেবারে চুপচাপ নিথর হয়ে বসে থাকা এবং একে উত্তম কাজ মনে করা। আজকাল অজ্ঞ লোকেরা ই'তিকাফ অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকাকেও পূণ্যের কাজ মনে করে।

২. ঝগড়া-বিবাদ, শোরগোল ইত্যাদি করা এবং অহেতুক মনগড়া বাজে কথাবার্তা বলা।

৩. ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য মসজিদের ভিতরে নিয়ে আসা।

## ইতিকাফের আদবসমূহ:

ই'তিকাফের আদবের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রয়েছে:

(১) ই'তিকাফকারী পরিহিত কাপড় ছাড়াও অতিরিক্ত কাপড় নিয়ে আসবে। কেননা কখনো কখনো কাপড় পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(২) যেহেতু ই'তিকাফ ঈদ পর্যন্ত পৌছে যায়, তাই ঈদের রাত মসজিদেই যাপন করা, যাতে করে মসজিদ থেকে বের হয়ে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা করা যায় এবং (ই'তিকাফ) এক ইবাদত অপর ইবাদত (ঈদের নামাযের) সাথে মিলে যায়।

(৩) ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের অভ্যন্তরীণ অংশে অবস্থান করা। যাতে করে কথাবার্তার কারণে ই'তিকাফে সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

(৪) ই'তিকাফ রমাযান মাসে হওয়া চাই। বিশেষ করে শবে কদর প্রাপ্তির আশায় শেষ দশকে হওয়া। কেননা, এই দিনগুলোতে শবে কদর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫) ই'তিকাফ দশ দিনের কম না হওয়া।

(৬) উত্তম কথা-বার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা না বলা।

(৭) ই'তিকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করা। যেমন মসজিদে হারাম, এরপর মসজিদে নববী। এরপর মসজিদে আকসাএর পরে জামে মসজিদের অবস্থান।

(৮) ই'তিকাফ চলাকালীন কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন, ইলমে দ্বীন অর্জন ও শিক্ষা দানে ব্যস্ত থাকা।

## ই'তিকাফের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী:

হানাফীদের নিকট কতিপয় বিষয় মাকরূহে তাহরীমী।

(১) চুপ থাকার মধ্যে অতিরিক্ত সাওয়াব মনে করে চুপ থাকা। যদি এ খেয়াল না থাকে তবে চুপ থাকা মাকরূহ নয়। হ্যাঁ যবানের গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চুপ থাকা সর্ববৃহৎ ইবাদত।

(২) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য মসজিদে আনা মাকরূহে তাহরীমী। তবে নিজের ও পরিবার পরিজনের বিশেষ প্রয়োজনে বেচা-কেনা করা আবশ্যক হয়ে পড়লে মসজিদে পণ্য উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে নিতে পারে। তবে পণ্য উপস্থিত করে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি মসজিদে করা বৈধ নয়। (কিতাবুল ফিকহ: ১/৯৫৬)

## ই'তিকাফের মুস্তাহাবসমূহ:

ই'তিকাফের আদাব ও মুস্তাহাবগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এতেই প্রকৃত বরকত ও ফলাফল অর্জিত হবে।

১. ই'তিকাফ অবস্থায় বেশি বেশি নেক কাজ করবে এবং ভালো কথা বলবে।

২. রমাযানের শেষ দশকের পূর্ণ সময় ই'তিকাফ করার চেষ্টা করবে।

৩. যথাসম্ভব জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে।

৪ . সাধ্য মোতাবেক সময়গুলোকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ব্যয় করবে।

যেমন: নফল নামায, কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত এবং ইলমে দ্বীনের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করবে। বিশেষভাবে মানবতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবনী, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর সত্য ঘটনাবলী, সাহাবায়ে কেরামের রাযি., সম্মানিত ইমামগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামের অবস্থাবলী ও

ঘটনা, তাঁদের বাণী ও নসীহতসমূহ অধ্যয়ন করবে। শরী'আতের মসায়েলের কিতাব সমূহ পড়বে। তবে যে কথা বুঝে না আসে, তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা না লাগিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো আলেম থেকে তার ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্য বুঝে নিবে। ৫. মাসনূন যিকিরগুলো বেশি বেশি পড়বে। যতটুকু তাসবীহ সহজে পড়া যায়, তাই পড়বে। সবগুলোই উত্তম।

৫. যে যিকিরই করবে, ধ্যান ও একাগ্রতার সাথে করবে।

৬. বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়বে। সর্বোত্তম দরূদ উহাই যা, নামাযে পড়া হয়।

৭. সালাতুত্তাসবীহ পড়ার দ্বারা দশ প্রকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন তা পড়ার চেষ্টা করবে।

৮. ইশরাক, চাশত, দ্বি-প্রহরের সুন্নাত, আওয়াবীন এবং তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে। তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং তাহিয়্যাতুল ওযু ও ছাড়বে না।

৯. ফজর থেকে ইশরাকের নামায পর্যন্ত এবং আসর নামাযের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে।

১০. শবে কদরের পাঁচটি রাতেই জাগ্রত হয়ে ইবাদত করার চেষ্টা করবে। আর মুনাজাতে মকবুলের এক মনযিল করে প্রতিদিন পড়ে নিবে। কেননা এটি কুরআন ও হাদীসের বহু উত্তম দু'আর সমাহার বিধায় এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

১১. ই'তিকাফের স্থানে পর্দা টানানো ও না-টানানো উভয়টাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। তবে পর্দা টানানোর দ্বারা যদি লৌকিকতাও

দাম্ভিকতা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হয়, তা হলে পর্দা টানাবে না আর যদি এসবের আশংকা না থাকে, তবে একাগ্রতার জন্য পর্দা টানিয়ে নেওয়া উত্তম। অবশ্য ফরয নামাযের জামাতের সময় পর্দা পড়ে থাকার দ্বারা জমা'আতের মধ্যে ফাঁকা থেকে যাওয়ার আশংকা হলে পর্দা উঠিয়ে ফেলা উচিত। এমনকি বিছানাপত্র এবং মালামাল ও উঠিয়ে নেওয়া চাই।

১২. যথাসম্ভব নিজের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ এমনকি অন্য কোনোভাবে মসজিদে অবস্থানকারী অপর ই'তিকাফকারী ও নামাযীদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। (আলমগীরী ও ফাতহুল কাদীর)

## ই'তিকাফে অনুমোদিত বিষয়সমূহ:

(যেসব বিষয় ই'তিকাফকারীর জন্য ই'তিকাফ অবস্থায় করা বৈ)

১. ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে খানাপিনা করা, তথায় ঘুমানো, উঠা-বসা, বিশ্রাম ইত্যাদি করা বৈধ। (রদ্দুল মুহতার)

২. নিজের সন্তান-সন্ততি সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা কিংবা প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা ও বলা জায়েয।

৩. ই'তিকাফকারী খানাপিনার সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী সাথে রাখতে পারবে। তবে এগুলো এ পরিমাণ রাখা যাবে না, যাতে দোকানের সাদৃশ্য হয়ে যায় কিংবা মুসল্লীদের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে তাদের কষ্ট হওয়ার আশংকা হয়। এমনিভাবে অধ্যয়নের জন্য দ্বীনী পুস্তকাদিও রাখতে পারে। (রদ্দুল মুহতার)

৪. খাদ্যদ্রব্য কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করার প্রয়োজন হলে উক্ত বস্তু দেখার জন্য মসজিদে আনাতে পারে যেন নষ্ট না পড়ে এবং ধোঁকা না খায় (রদ্দুল মুহতার)

৫. ই'তিকাফকারীর জন্য সংক্ষিপ্ত বিছানাপত্র, খানা খাওয়ার পাত্র, পানি পানের ও হাত ধোয়ার জন্য ও পাত্র রাখার অনুমতি রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার)

৬. ই'তিকাফকারী ব্যবসায়ী কিংবা কারখানার মালিক হলে স্থলাভিষিক্ত ও অধিনস্তদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে পারবে। এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী জিজ্ঞাসাও করতে পারবে। কোনো ক্রেতার সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে হলে, যতটুকু প্রয়োজন লেন-দেন ও পণ্য হস্তান্তর সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার সুযোগ রয়েছে। (বাদায়ে)

৭. ই'তিকাফকারী পোষাক পরিবর্তন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

মাথা এবং দাঁড়িতে তেল লাগানো, চিরুনী করা এসব জায়েয। (বাদায়ে)

৮. ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফকারী নিজের অথবা অন্যের পারে। স্ত্রীকে পূর্বে তালাক রাজ'ঈ প্রদান করে থাকলে রুজু করতে পারবে। 64/93 (বাদায়ে)

৯. ই'তিকাফকারী নিজ মাথা, দাঁড়ি, কিংবা শরীরের কোনো অংশ ধৌত করতে চাইলে অথবা কুলি করলে ব্যবহৃত পানি এবং চুল ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ যাতে ময়লাযুক্ত না হয়ে যায় এ দিকে বিশেষ সতর্ক থাকা চাই। তেল ব্যবহারে মসজিদের দেয়াল, সফ এবং মেঝে ইত্যাদি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। এরূপ হলে তা ব্যবহার করা যাবে না। (বাদায়ে)

১০. ই'তিকাফকারী যদি আরামের উদ্দেশ্যে কিংবা স্বভাবজাত অভ্যাসের কারণে বিনা প্রয়োজনে কথা না বলে চুপ থাকে, তবে তা জায়েয এবং উত্তমও বটে।

১১. ই'তিকাফ অবস্থায় দ্বীনী কথাবার্তা বলা সাওয়াবের কাজ। এবং এমন সব কথা বলা বৈধ, যাতে কোনো গুনাহ নেই। প্রয়োজনে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলতেও নিষেধ নেই। তবে কথাবার্তার আসর বানানো যাবে না। (হাশিয়ায়ে শরমবুলালী)

১২. ই'তিকাফকরীর জন্য নখকাটা, মোচ খাটো করা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে। তবে মসজিদে কোনোভাবেই যাতে নখ, ময়লাযুক্ত পানি, চুল ইত্যাদি না পড়ে, সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (ফাতহুল বারী)

ব্যাখ্যা: এ সব বিষয় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি ধারাবাহিক এক মাস বা ততোধিক সময়ের ই'তিকাফ করেন। নচেৎ দশ দিন ই'তিকাফকারীর জন্য এ সব বিষয়ে লিপ্ত হওয়া উত্তম নয়। এগুলো ই'তিকাফের পরেও করতে পারবে। ই'তিকাফ অবস্থায় বাচ্চাদেরকে মসজিদে পারিশ্রমিক বিহীন, কুরআন শরীফ ও দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা যাবে। (আল বাহরুর রায়েক)

## ই'তিকাফকারীর সংক্ষিপ্ত আমলসূচী:

ই'তিকাফকারীর জন্য নিম্ন বর্ণিত আমল সূচীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বশীল হওয়া চাই। কেননা সে তো আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হয়েছে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান।

১. মাগরিবের নামাযের পর কমপক্ষে ছয় রাকা'আত আর সর্বোচ্চ বিশ রাকা'আত আওয়াবীনের নফল নামায আদায় করবে। এরপর আয়াতুল কুরসী এবং চার 'কুল'' পড়ে

শরীরে 'ফু' দিবে। এরপর সংক্ষিপ্ত খানা ও সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পর ইশার নামাযের প্রস্তুতি নিবে এবং প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবে।

২. ইশা ও তারাবীহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জন করা এবং তদানুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ কোনো দ্বীনী কিতাব অধ্যয়ন করবে। কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীনের দরসে অংশগ্রহণ করবে (যদি এ রকম দরস হয়)। শবে-কদরে কিতাব অধ্যয়নের পর স্বভাবে যদি প্রফুল্লতা থাকে তবে যিকির, তিলাওয়াত ও নফল নামাযে লিপ্ত থাকবে। আর ঘুমানোর ইচ্ছা হলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত মোতাবেক কিবলামুখী হয়ে (যদি সম্ভব হয়) ঘুমিয়ে পড়বে।

৩. গরমের ঋতুতে আনুমানিক ভোর তিনটায় ঘুম থেকে জেগে যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো পুরা করার পর সুন্নাত মোতাবেক ওযু করবে এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহাজ্জুদের নফল আদায় করবে। নফল থেকে ফারেগ হয়ে কিছুক্ষণ চুপিসারে যিকির, তাসবীহ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবে। এরপর চুপচাপ খুব কান্নাকাটা করে নিজের সকল নেক উদ্দেশ্য এবং উভয় জাহানের সফলতার জন্য দু'আ করবে।

৪. সুবহে সাদিকের সিকি ঘণ্টা তথা আনুমানিক ১৫ মিনিট পূর্বে সাহরী খেয়ে নিবে। সাহরী থেকে অবসর হয়ে ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নিবে। প্রথম কাতার ও তাকবীরে উলার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকবে, ইস্তেগফার করতে থাকবে।

৫. ফযরের নামায থেকে অবসর হওয়ার পর আয়াতুল কুরসী এবং চার "কুল" পড়ে সমস্ত শরীরে দম করবে এবং সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহ আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ ও দরূদ শরীফের এক একটি তাসবীহ পড়বে।

৬. ইশরাকের সময় কম পক্ষে দুই রাকা'আত আর সর্বোচ্চ আট রাকা'আত নফল নামায আদায় করবে। এরপর বিশ্রাম করবে। চাশতের সময় জেগে উঠবে এবং সর্বনিম্ন দুই রাকাআত আর সর্বোচ্চ বার রীকা আত চাশতের নামায আদায় করবে এবং যতটুকু সম্ভব স্ব-শব্দে কালামে পাক তেলাওয়াত করবে।

৭. সূর্য হেলে যাওয়ার পর চার রাকআত 'সুনানে যাওয়া'ল পড়ে নিবে। এরপর যোহরের নামাযের অপেক্ষায় প্রথম কাতারে গিয়ে বসবে এবং তাকবীরে উলার প্রতি গুরুত্ব দিবে। যোহর থেকে অবসর হয়ে 'সালাতুত তাসবীহ' পড়বে ও তিলাওয়াত করবে। এরপর যদি দুর্বলতা অনুভব হয়, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে।

৮. আসরের নামাযের আনুমানিক আধা ঘণ্টা পূর্বে জাগ্রত হবে। ওযু করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও অন্যান্য নফল আদায় করে আসরের নামাযের অপেক্ষা করবে। আসর থেকে ফারেগ হয়ে সংক্ষিপ্ত তিলাওয়াত শেষ করে তাসবীহ সমূহ আদায় করবে যা (৫) নাম্বারে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর একাগ্রচিত্তে দু'আয় লিপ্ত থাকবে। এ সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান, এ জন্য 'ইফতারী' প্রস্তুত করতে গিয়ে এ দামী সময়কে নষ্ট হতে দিবে না।

৯. যে সকল বিষয় ই'তিকাফ অবস্থায় করা মাকরূহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবে। যার বিস্তারিত আলোচনা ই'তিকাফের মাকরূহ বিষয়সমূহের অধ্যায়ে গত হয়েছে। তা পূনরায় গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে।

১০. ই'তিকাফকারীর জন্য জরুরি হল যেখানেই থাকুক সে প্রথম কাতারে স্বয়ং এসে বসবে। তোয়ালে, চাদর ইত্যাদি দ্বারা জায়গা দখল করবে না।

১১. নিজের সকল প্রকার কথা-কাজ, উঠা-বসা এবং কর্মগুণে অন্য কোনো ই'তিকাফকারী অথবা নামায আদায়কারীদের কষ্ট দেওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হবে।

১২. নিজের এবং অপরাপর বন্ধু-বান্ধব ও সংশ্লিষ্টদের ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। রহমতের আশাবাদী হবে এবং কখনো নিরাশ হবে না। মাওলানা মুফতী আবদুর রউফ সাহেব সাখরবী 'আল বালাগ' করাচী রমাযানুল মুবারক- ১৪০৮ থেকে গৃহীত।

## ই‘তিকাফকারীর শিষ্টাচার :

ই‘তিকাফকারীর জন্য করণীয় হ’ল, সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার ধ্যানে মগ্ন থেকে বেশী বেশী সালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির এবং আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর অন্বেষণ করা। শুধু ঘুমালে ই‘তিকাফের উদ্দেশ্য হাছিল হবে না। অনেককে দেখা যায়, ই‘তিকাফে বসে দুনিয়াবী অহেতুক কথা, কাজ বা খোশ-গল্পে মত্ত থাকে, যা ই‘তিকাফের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের ই‘তিকাফ এরূপ ছিল না।

# ইতিকাফের প্রস্তুতি

ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মানুষ যেহেতু আল্লাহর ঘর মসজিদে আসে, সেজন্য মানবীয় সাধ্যের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত। মনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূত-পবিত্র। আল্লাহর ঘর সর্বোচ্চ সম্মানিত ও পবিত্রতম স্থান। তাই প্রথমে নিজের বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করা উচিত। স্মরণ করা উচিত কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

হে আদম-সন্তানেরা! যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভা অবলম্বন করবে (অর্থাৎ পোশাক পরে নেবে)। -সূরা আ'রাফ (০৭) : ৩১

এই আয়াতে পোশাক পরে তাওয়াফ ও নামায আদায়ের নির্দেশ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে উত্তম পোশাক পরার কথাও। যে পোশাক পবিত্র ও সুন্দর এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শোভাবর্ধনকারী। [দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪০৫; তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ২/৩৯২]

পাশাপাশি নিজের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া কাম্য। কেননা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ছাড়া বাহ্যিক পবিত্রতা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফায়েদা লাভ করা যায় না। সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে একটি আয়াতে -

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ۙ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْر.

হে আদম-সন্তানেরা! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং (ব্যবস্থা করেছি) সাজ-সজ্জার বস্তু। তবে তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। -সূরা আরাফ (৭) : ২৬

অর্থাৎ বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের দেহকে আবৃত করে রাখে, তেমনি তাকওয়ার পোশাক মানুষের গোনাহপ্রবণ স্বভাবকে আবৃত করে রাখে। আর দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের প্রতিফল- উভয়ক্ষেত্রেই তাকওয়ার পোশাক বেশি উপকারী। (দ্র. তাওযীহুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াতের টীকা)

মোটকথা, আল্লাহর ঘরে হাজির হওয়ার আগে প্রথম কাজ হল, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। তওবার মাধ্যমে নিজের অতীত গোনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং আল্লাহর ঘরের আদব রক্ষা করে থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং কায়মনোবাক্যে দুআ করা।

এরপর নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের জন্য যতটুকু সামানা না হলেই নয়, সেটুকু নিয়ে আসা। কোনো সামানাপত্রের বিষয়ে যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়- সেই দিকটিও খেয়াল রাখা।

সেইসাথে ইবাদতের চিন্তা ও মানসিকতা ধারণ করা। ধ্যান ও মনকে আল্লাহ-অভিমুখী করা এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তকে জাগরূক করা।

# কয়েকটি মাসআলা:

১. রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়াহ। যদি কোনো মসজিদে এক জনও ই'তেকাফে বসে তাহলেনএলাকাবাসী সুন্নাত তরকের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। আর যদি একজনও ই'তিকাফ না করে তাহলে। ঐ এলাকার সকলেই গুনাহগার হবে। আর ই'তিকাফ একটি ইবাদত, যা বিনিময়যোগ্য নয়। তাই ই'তিকাফের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নয়। কাউকে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ই'তিকাফ করালে সে ই'তিকাফ সহীহ হবে না। অতএব এ জাতীয় ই'তিকাফ দ্বারা এলাকাবাসী। দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না। (হেদায়া, ফাতহুল কাদীর ২/৩০৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪৪২; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬৭; ইলাউস সুনান ১৬/১৭২-৭৩; রদ্দুল মুহতার ৬/৫৫)

২. ই'তিকাফরত ব্যক্তি পেশাব-পায়খানার জন্য মসজিদের বাইরে গেলে আসা যাওয়ার পথে পথ চলতে চলতে সালাম আদান- প্রদান করতে পারবে। তদ্রুপ এসময় পথ চলতে চলতে কারো সাথে অল্পস্বল্প কথাও বলতে পারবে। এতে ই'তিকাফের ক্ষতি হবে না।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় চলতে চলতে রোগীর কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু এর জন্য রাস্তায় দাঁড়াতেন না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৭২)

তবে কারো সাথে কথা বলা বা কুশলাদি জিজ্ঞাসার জন্য মসজিদের বাইরে অল্প সময়ও দাঁড়ানো জায়েয হবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৭; মিরকাতুল মাফাতিহ ৪/৫২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২১)

৩. মাসিক শুরু হওয়ার কারণে ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে যে দিন মাসিক শুরু হয়েছে শুধু সেই একদিনের ই'তিকাফ কাযা করে। নেওয়া জরুরি। এই এক দিন কাযা করার নিয়ম হল, একদিন সূর্যাস্তের আগে ইতিকাফ শুরু করতে হবে। পরবর্তী দিন রোযা। থাকতে হবে। সূর্যাস্তের পর ই'তিকাফ শেষ হবে। এভাবে একদিন রোযাসহ ই'তিকাফ করলেই কাযা আদায় হয়ে যাবে। পুরো। দশ দিনের ইতিকাফ কাযা করতে হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭; জামিউর রুমুয ১/৩৮৫; রদ্দুল মুহতার ২/৪৪৫; আলজাওহারা পৃ. ১৮৬; ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৮৬)

৪. শরীর ঠান্ডার জন্য মসজিদের বাইরে গোসল করতে গেলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (আদ-দুররুল মুখতার, ৩/৪৩৫; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২৭৫)

৫. কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মসজিদের বাইরে গিয়ে ওযু করা যাবে। (ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ৩/৪৪৬)

## শেষ কথা:

ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই লোক দেখানো এবং দুনিয়াবী স্বার্থ পরিহার করে, শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ই'তিকাফ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শরী'আতের বিধান মেনে ই'তিকাফ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! !